দৈনিক খবর

তারিখ ... 07 JAN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন

জেলা ও উপজেলা সদরে কেন্দ্র রাখার সিদ্ধান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

কুমিল্লা, ৬ই জানুয়ারী (রেজাউল করিম শামীম প্রেরিত)।– পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বনের জন্যে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো দায়ী, না পুরো পরীক্ষা পদ্ধতির জন্যেই নকল করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা–সমালোচনা চলছে। অপরদিকে পরীক্ষা কেন্দ্র কেবলমাত্র জেলা ও উপজেলা সদরে রাখার সরকারী সিদ্ধান্তটি নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

বিগত স্বৈরশাসকের আমলে সমাজের সকল স্তরের মত শিক্ষাঙ্গনেও ব্যাপক ধস নামে। বিশেষ করে পরীক্ষার ক্ষেত্রে। অবাধে নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করা একটি নিয়মে দাঁড়িয়ে যার যার জন্যে সম্পূর্ণ পরীক্ষা গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্যেই ব্যাহত হয়, হয়ে পড়ে অর্থহীন।

যে স্কুল বা কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র থাকার সুবাদে যেখানে যতবেশী নকল করার সুযোগ বেশী, সেখানেই ছাত্র–ছাত্রীদের ভিড় জমে উঠে। শহর ছেড়ে তথাকথিত পরীক্ষার্থীরা পাড়ি জমায় গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে– যেখানে নকল করার যতবেশী সযোগ-সুবিধা সেখানেই ভিড় তত বেশী। আর এ সুযোগকে ব্যবসা মনোবৃত্তি নিয়ে ব্যবহার করে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট একশ্রেণীর শিক্ষক–কর্মচারী। রাতারাতি গড়ে উঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্থাপিত হয় পরীক্ষা কেন্দ্র। প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় স্থানে সংশ্লিষ্টদের অনুমোদন নিয়েই গড়ে উঠে এসব কেন্দ্র। যারা এসব নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। অনেক লেখালেখি, অনেক আলোচনা–সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। নকল করার সুযোগদানের সুযোগে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। অপরদিকে লেখাপড়া সব ছিকেয় উঠে। পরীক্ষায় পাস করা যেন একটা যেনতেন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। লেখাপড়ার ধার ধারে না। সেভেন–এইট পাস করেনি তেমনি অনেকেই পরীক্ষায় অংশ নিতে, এমনকি এসএসসি পাস করতে দেখা দেছে। অনেকেই এ অবস্থাকে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেছিলেন। এ অবস্থার বিপাকে পড়ে যায় সত্যিকার অর্থেই ছাত্র ও শিক্ষকগণ। সে সাথে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও। সকলেই ভালোমন্দ সব একাকার করে ফেলেন। ভালোমন্দ পৃথক করার কোন ব্যবস্থা থাকেনি।

এমনি চরম অব্যবস্থার মধ্যে চারদিক থেকে যখন সমালোচনা আর প্রতিবাদের ঝড় উঠে, তখন একে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়া হয় সরকারী পর্যায়ে। এ ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পরীক্ষা কেন্দ্র সংকোচন। বছর খানেক ধরে এ ব্যবস্থা চালু হয়। এ ব্যবস্থায় কোন বাছবিচার না করেই ঢালাওভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো সংকুচিত করে কেবলমাত্র জেলা ও উপজেলা সদরে পরীক্ষা কেন্দ্র রেখে বাদবাকী সব কেন্দ্রগুলো বাতিল করে দেয়া হয়।

এ ব্যবস্থায় কতটুকু সাফল্য এসেছে তার মূল্যায়নের কোন ব্যবস্থা হয়েছে এমনটি শোনা যায়নি। কিন্তু এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মেধাবী ছাত্র–ছাত্রী। কারণ, জেলা সদরের আশপাশের উপজেলাগুলোর পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কিছুটা শৃংখলার মধ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিশৃংখলা লক্ষ্য করা যায়। এমন অনেক উপজেলাও রয়েছে যেখানের সদরে কোন ভালো বিদ্যালয়– বিশেষ করে কলেজ নেই। অনেক স্থানে রাতারাতি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একটি উপজেলার একাধিক কেন্দ্র বাতিল করে একটি প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্র স্থাপন করতে গিয়ে স্থান সংকুলান এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে স্কুলের পরীক্ষা কলেজে, কলেজের পরীক্ষা স্কুলে, আবার একটি কেন্দ্র একাধিক স্থানে আসন ব্যবস্থা করতে গিয়ে একটা বিরাট বিশৃংখলা দেখা দেয়। আর সেই সুযোগে মূল যে বিষয়টি অর্থাৎ নকল নিয়ন্ত্রণের বিষয়টির দিকে বিশেষ নজর দেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে চলেছে অবাধে নকল।

এতে দেখা যায়, শহরের ছাত্রদের চাইতে মফস্বলের অনেক কেন্দ্রই অবাধ নকলের সুবাদে অনেকেই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভালো নম্বর পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যার জন্যে আবার কেন্দ্র পরিবর্তন করে মফস্বলে যাওয়ার ঝোঁক আরো বৃদ্ধি পায়। একটি বিরাট উপজেলার দূর–দূরান্ত থেকে পরীক্ষার্থীরা সড়ক ব্যবস্থার অগ্রতুলতার কারণে পরীক্ষা কেন্দ্রে সময়মত উপস্থিত হওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে মহিলা পরীক্ষার্থীদের বেলায় এ সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করে। অপরদিকে একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্র না থাকার কারণে সেখানকার অনেক ছাত্র–ছাত্রীই পার্শ্ববর্তী পরীক্ষা কেন্দ্র সম্বলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে যাচ্ছে এবং নতুন করে ভর্তি হচ্ছে। ফলে সেসব প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সংকট এবং সেই সাথে অর্থ সংকট দেখা দিচ্ছে প্রকট হয়ে।

এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন বলে শিক্ষানুরাগী অনেকের ধারণা। তাদের মতে, নকল বা অসদুপায় বন্ধের জন্যে ঢালাওভাবে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল নয়, কেবল সদরগুলোতে কেন্দ্র নয়, মূলতঃ প্রয়োজনীয়তা এবং যাচাই–বাছাইয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন করা প্রয়োজন। সে সাথে প্রয়োজন পরীক্ষা পদ্ধতিটাই ঢেলে সাজানো।